প্রশ্ন :

সম্প্রতি ফিলিস্তিনের মজলুম মুসলিম জনগোষ্ঠি জায়নবাদী ইসরাইল দ্বারা সীমাহীন জুলুমের শিকার হচ্ছে। নির্বিচারে নারী-শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে। অগণিত মজলুম মানুষকে আহত এবং বাস্তুচ্যুত করছে অত্যাচারী জায়নিস্ট ইসরাইল।

অপরদিকে দেখা যাচ্ছে-আমাদের বাজারে পশ্চিমা দেশের তৈরি নানা পণ্য রয়েছে। যা থেকে অর্জিত লাভ/মুনাফার একটি অংশ সেসব রাষ্ট্র কর হিসাবে পেয়ে থাকে। সেই সামগ্রিক কর থেকে তারা সরাসরি ইসরাইলকে সহযোগিতা করে থাকে। এতে বিষয়টি অনেকটা এরকম হয়ে যাচ্ছে যে, আমাদের কাছে পণ্য বিক্রয় করে আমাদের অর্থ দিয়েই মুসলিম নিরপরাধ ভাই-বোন ও শিশু নিধনে কিছুটা হলেও সহযোগিতা হচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে, পশ্চিমা দেশের তৈরি কোনও পণ্য বা প্রোডাক্ট যা থেকে কোনও না কোনও ভাবে সন্ত্রাসী ইসরাইল রাষ্ট্র আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে, তা আমাদের জন্য ক্রয় করার ব্যাপারে শরীয়াহ কী বলে?

দলীল-প্রমাণ ও তথ্যসহ উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন। আল্লাহ পাক আপনাদেরকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন।

নিবেদক
মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ, বনশ্রী, ঢাকা।

بسم الله الرحمن الرحيم
حامدا ومصليا ومسلما

উত্তর :

মূল উত্তরের পূর্বে জালেমকে প্রতিহত করা ও মজলুমের পাশে দাঁড়ানোর ব্যাপারে ইসলামের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উসূল ও নীতি উল্লেখ করা হল-

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উসূল ও নীতি

১। জুলুম সর্বাবস্থায় হারাম ও ঘৃণিত। সেই জুলুম এর শিকার মুসলিম বা অমুসলিম যেই হোক না কেন। কুরআনুল কারীমে জুলুমের ভয়ঙ্কর পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ.

অর্থ : তুমি কিছুতেই মনে করো না জালেমগণ যা কিছু করছে আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর। তিনি তো তাদেরকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন, যে দিন চক্ষুসমূহ থাকবে বিস্ফারিত। তারা মাথা তুলে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দৃষ্টি পলক ফেলার জন্য ফিরে আসবে না। আর (ভীতি বিহ্বলতার কারণে) তাদের প্রাণ উড়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং ৪২-৪৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ

অর্থ : যে দিন তারা আমার কাছে আসবে সে দিন তারা কতইনা শুনবে এবং কতইনা দেখবে! কিন্তু জালেমগণ আজ স্পষ্ট গোমরাহীতে নিপতিত। (সূরা মারইয়াম, আয়াত নং ৩৮)

হাদীসেও এ বিষয়ে ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة

অর্থ : তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাক। কেননা, জুলুম কেয়ামতের দিন ভীষণ অন্ধকার (ভয়াবহ শাস্তি) হয়ে দেখা দিবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৭৮)

সুতরাং জুলুম ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বাবস্থায় হারাম, নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত।

২। জুলুম যেখানেই হবে, সেখানে সাধ্যানুসারে এর বিপক্ষে অবস্থান করা, মজলুমের পাশে দাঁড়ানো, জালেমের শক্তি খর্ব করতে ভূমিকা রাখা একজন মুসলিমের ঈমানের অন্যতম দাবি। হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره.

অর্থ : তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে জালেম হোক বা মজলুম হোক। একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, মজলুম হলে তো সাহায্য করব কিন্তু জালেম হলে কিভাবে সাহায্য করব? নবীজী বললেন, তাকে তার জুলুম থেকে বাধা দিবে। এটাই তার সাহায্য করা। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯৫২)

৩। জুলুমের প্রতিরোধ, জালেমের বিরুদ্ধে অবস্থান ও মজলুমের পাশে দাঁড়ানোর নানা পথ ও মাধ্যম রয়েছে। স্থান, ব্যক্তি ও সময় অনুসারে এসব পথ ও পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কোনও পদ্ধতি হয়ে থাকে নিকটতম, কোনওটা দূরবর্তী। জালেমের শক্তি খর্ব করার প্রশ্নে দূরবর্তী হলেও যেকোনও পদক্ষেপ ও পদ্ধতিতে সাধ্যানুসারে অংশগ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানের অন্যতম দাবি ও আলামত। বিশেষত যখন জুলুম হবে মুসলিমদের উপর।

৪। কখনও এমন হয়, জালেমকে তৃতীয় একটি পক্ষ সহযোগিতা করে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে অন্যদের উচিত, সেই তৃতীয় পক্ষকে সহযোগিতা করা হয়-এমন কাজ থেকেও যথাসম্ভব বিরত থাকা।

মোটকথা, জালেমের বিপক্ষে বিশেষত মুসলিমদের উপর জুলুমের বিপক্ষে দূরবর্তী কোনও মাধ্যমে হলেও সাধ্যানুসারে অংশগ্রহণ করা একজন মুসলিমের ঈমানের গায়রত ও আত্মমর্যাদার দাবি।

উপরোক্ত মৌলিক কথাগুলো আরযের পর এবার আপনার মূল উত্তর প্রদান করা হচ্ছে-

বর্তমান ফিলিস্তিনের মজলুম মুসলিম জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে জায়নবাদী ইসরাইল রাষ্ট্র যে জুলুম করে যাচ্ছে তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। পশ্চিমা বিশ্বের নানা দেশ ইসরাইলকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে পূর্বোক্ত নীতিমালা অনুসারে বাংলাদেশের মুসলিমদের করণীয় হল-

বাংলাদেশের মুসলিমদের করণীয়

ক. "দলীল-প্রমাণ ও প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ" এর ধারা নং ১ এ বর্ণিত সরাসরি ইসরাইল রাষ্ট্রকে সহযোগিতাকারী কোনও কোম্পানির পণ্য বা সেবা ক্রয় করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা।

খ. পশ্চিমা দেশের যে সকল কোম্পানীর পণ্য/সেবার বিক্রিলব্ধ লাভের একটি অংশ সেসব রাষ্ট্র কর হিসাবে পেয়ে থাকে এবং সেই সামগ্রিক কর থেকে ইসরাইল রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করে, এমন কোম্পানির পণ্যও যথাসম্ভব ক্রয় করা থেকে বিরত থাকা একজন মুসলিমের ঈমানের গায়রত ও আত্মমর্যাদার দাবি।

গ. যে সকল পণ্য/সেবা প্রাত্যহিক জীবনে অপরিহার্য, বিশেষত খাদ্যদ্রব্য, চিকিৎসা বা প্রযুক্তি এবং সেগুলোর কোন যথোপযুক্ত বিকল্প নেই, সেসব পণ্য প্রয়োজন পরিমাণ ক্রয় ও ব্যবহারের সাথে সাথে তার বিকল্প খোঁজা ও আবিস্কার করা মুসলমানদের ঈমানী দাবি।

ঘ. ব্যক্তিগত বর্জনের পাশাপাশি ব্যবসায়িকভাবেও সকল প্রকার (উপরোক্ত ক ও খ বর্ণিত উভয় প্রকার) পণ্য ও সার্ভিস বর্জন করা। মুদি দোকান, রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের পণ্য না রাখা। যেমন পেপসি, কোক, নেসলের পণ্য ইত্যাদি। বরং এর বিকল্প পণ্য রাখা। শুধু তাই নয়; 'এখানে ইসরাইল রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করে এমন কোনও পণ্য রাখা হয় না' মর্মে লিখিত নোটিশ টাঙ্গিয়ে দেয়া-ঈমানের আত্মমর্যাদার বড় পরিচয়। এতে মানুষ সহজেই এ ধরনের পণ্য ক্রয়ে অনাগ্রহী হবে ও এর বিকল্প গ্রহণে উৎসাহিত হবে।

ঙ. এ ধরনের কোনও পণ্যের ডিলার হয়ে থাকলে, বা ফ্র্যাঞ্চাইজি হয়ে থাকলে তা দ্রুত প্রত্যাহারের চেষ্টা করা এবং এর বিকল্প পণ্যের ডিলারশিপ বা ফ্র্যাঞ্চাইজিং গ্রহণের চেষ্টা করা।

চ. এ ধরনের (প্রথমোক্ত ক ও খ বর্ণিত উভয় প্রকার) কোম্পানিতে বিনিয়োগ বর্জন করা। শেয়ার বাজারে এমন কোন কোম্পানির স্টক কেনা থাকলে তা দ্রুত বিক্রি করে বের হয়ে আসা। এছাড়া অন্যান্য আর্থিক ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান যারা শেয়ার বাজারে বড় আকারে বিনিয়োগ করে থাকে, তাদের শেয়ার বাজারের বিনিয়োগগুলো ইসরাইলী কোম্পানিতে হলে বা ইসরাইলকে সহযোগিতা করে এমন কোন কোম্পানিতে হলে সে সকল কোম্পানির বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে বেরিয়ে আসা।

ছ. ইসরাইলকে মদদ করে এমন পণ্য ও সেবা বর্জনকে দীর্ঘমেয়াদী ও কার্যকর করতে বিকল্প দেশীয় কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা এবং অন্যকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা। এতে দেশের অর্থনীতি এবং মুদ্রাও শক্তিশালী হবে, এবং দীর্ঘমেয়াদে দেশের বাজারে পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল হবে ইনশাআল্লাহ।

এক কথায়, এমন সকল কার্যক্রম যা ইসরাইলকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে তা সর্বৈব বর্জন করা, এবং অন্যকে বর্জন করতে সহযোগিতা ও উৎসাহিত করা বর্তমান সময়ে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য এবং ঈমানের দাবি, যার প্রতি সকলকে সচেষ্ট হতে হবে।

মুসতানাদাত : দলীল-প্রমাণ ও প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ

১। ইসরাইল রাষ্ট্রকে সহযোগিতাকারী কোম্পানী বলতে বোঝানো হয়েছে-

১.১ যেসব কোম্পানির মালিকানা শতভাগ বা আংশিক নিচের কারো কাছে রয়েছে:

- ইসরাইলের নাগরিক
- পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের নাগরিক যিনি জায়নবাদী ইসরাইল রাষ্ট্রকে প্রকাশ্য সমর্থন ও সহযোগিতা করেন
- ইসরাইলে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান
- পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান যা জায়নবাদী ইসরাইল রাষ্ট্রকে প্রকাশ্য সমর্থন ও সহযোগিতা করে

১.২ যেসব কোম্পানি ১.১ এ বর্ণিত কোনো কোম্পানির ফ্র্যাঞ্চাইজি বা পার্টনার, যার ফলে উপরোক্ত কোম্পানিগুলো নিয়মিত আয়ের অংশ পেয়ে থাকে।

২। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসরায়েল রাষ্ট্রকে কোনও না কোনও ভাবে সহায়তা করে এমন কোম্পানির পণ্য বা সেবা ক্রয় থেকে বিরত থাকার শরীয়াহ কারণ হল-

২.১ প্রথমত, ইসরাইল রাষ্ট্রকে সহায়তা করে এমন কোম্পানির পণ্য বা সার্ভিস ক্রয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে তাদেরকে জুলুমে সহায়তা করা হয়, যা সন্দেহাতীতভাবে অন্যায় ও অপরাধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন অন্যায়ে সহযোগিতা করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "তোমরা গুনাহ ও যুলুমের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করো না।" (সূরা মায়িদাহ, আয়াত নং ২)

তাফসীরে সা'দীতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এখানে জুলুম দ্বারা হত্যা, সম্পদ আত্মসাৎ ও সম্মানহানি উদ্দেশ্য। বান্দার জন্য উচিত সব ধরনের জুলুম থেকে নিজে বিরত থাকা এবং অন্যকে বিরত থাকতে সহযোগিতা করা। (তাফসীরে সা'দী, পৃষ্ঠা ২১৮)

২.২ দ্বিতীয়ত, এটি মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার দাবির পরিপন্থী। হযরত নু'মান ইবনে বাশির রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "মুমিনগণ পরস্পর সহানুভূতি, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে একটি দেহের মতো। যার কোন একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে তা পুরো দেহের অসুস্থতা ও অনিদ্রার কারণ হয়।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০১১)

২.৩ জুলুম প্রতিহত করা ও জালেমকে কোনঠাসা করার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত শরীয়তে বিদ্যমান।

হাদীসঃ সহীহ বুখারীর এক দীর্ঘ হাদীসে এসেছে, একটি অভিযানে ইয়ামামাবাসীদের সরদার ছুমামা ইবনে উছাল রা.-কে গ্রেফতার করে নিয়ে আসার কয়েকদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুক্ত করে দিলে তিনি

ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর উমরা আদায়ের জন্য মক্কায় গমন করেন। মক্কার কাফেররা তাকে উত্ত্যক্ত করে। এর জবাবে তিনি তাদেরকে বলেন-

وَلاَ وَاللَّهِ، لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ، حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আল্লাহর কসম! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি ছাড়া ইয়ামামা থেকে আর একটা শস্যদানাও তোমাদের কাছে আসবে না। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৩৭২

হযরত ছুমামা রা. নিজ শহরে ফিরে গেলেন এবং মক্কায় শস্য রফতানী বন্ধ করে দিলেন। মক্কার খাদ্যশস্যের যোগান হতো ইয়ামামা থেকে। ফলে কুরাইশরা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হল। এ ঘটনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ছুমামা রা.কে তিরস্কার করেননি। যার দ্বারা অর্থনৈতিক বয়কট করার সমর্থন পাওয়া যায়।

২.৪ ফুকাহায়ে কেরাম সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, অমুসলিম যোদ্ধাদেরকে যুদ্ধে সহায়তা করে এমন কোনও লেনদেন তাদের সাথে করা যাবে না। এখান থেকেও আলোচিত বয়কট সমর্থিত হয়।

حكم بيع السلاح لأهل الحرب في المذاهب الثلاثة :

- المذهب الشافعي : جاء في "المجموع شرح المهذب" 9 : 354، ط : إدارة الطباعة المنيرية (نسخة الشاملة)، كتاب البيوع، باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره : "وأما بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالإجماع". انتهى
- المذهب المالكي : جاء في "الحاوي الكبير" للماوردي رحمه الله 5 : 270، ط : دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1419هـ (نسخة الشاملة) : "أما بيع السلاح على أهل الحرب فحرام، لما فيه من تقوية أعداء الله على أهل دين الله". انتهى
- المذهب الحنبلي : جاء في "الشرح الكبير" لابن قدامة المقدسي 4 : 40، ط : دار الكتب العربي–بيروت (نسخة الشاملة)، كتاب البيع : "ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمراً، ولا بيع السلاح في الفتنة ولا لأهل الحرب ويحتمل أن يصح مع التحريم". انتهى

حكم بيع السلاح لأهل الحرب في المذهب الحنفي :

- المذهب الحنفي : جاء في "الدر المختار" مع "رد المحتار" 13 : 153، ط : دار الثقافة والتراث، كتاب الجهاد، باب البغاة : "(ويكره) تحريما (بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم) لأنه إعانة على المعصية، (وبيع ما يتخذ منه كالحديد) ونحوه يكره لأهل الحرب، (لا) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم، بخلاف أهل الحرب زيلعي. قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما، وإلا فتنزيها. نهر. انتهى

تصريح جميع ما يستعان وما يقوون به في الحرب في حكم بيع السلاح :

- جاء في "المبسوط" للإمام السرخسي رحمه الله 10 : 91، ط : مطبعة السعادة–مصر (نسخة الشاملة)، كتاب السير، باب صلح الملوك والموادعة : "وإذا أراد الحربي المستأمن أن يرجع إلى دار الحرب لم يترك أن يخرج معه كراعا وسلاحا أو حديدا أو رقيقا اشتراهم في دار الإسلام مسلمين أو كفارا كما لا يترك تجار المسلمين ليحملوا إليهم هذه الأشياء، وهذا لأنهم يتقوون بها على المسلمين، ولا يجوز إعطاء الأمان له ليكتسب به ما يكون قوة لأهل الحرب على قتال المسلمين". انتهى
- وفي "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 6 : 338، ط : مكتبة الرشد –الرياض، الطبعة الثانية 2003 (نسخة الشاملة)، كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع المشركين وأهل الحرب : "الشراء والبيع من الكفار كلهم جائز، إلا أن أهل الحرب لا يباع منهم ما يستعينون به على إهلاك المسلمين من العدة والسلاح، ولا ما يقوون به عليهم". انتهى

- وفي "المحلى بالآثار" 5 : 419، ط : دار الفكر (نسخة الشاملة)، كتاب الجهاد، مسألة : التجارة إلى أرض الحرب : "ولا تحل التجارة إلى أرض الحرب إذا كانت أحكامهم تجري على التجار، ولا يحل أن يحمل إليهم سلاح، ولا خيل، ولا شيء يتقوون به على المسلمين، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وعطاء، وعمرو بن دينار، وغيرهم...

  قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] ، وقال تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60] ففرض علينا إرهابهم، ومن أعانهم بما يحمل إليهم فلم يرهبهم؛ بل أعانهم على الإثم والعدوان. انتهى

- وفي "شرح صحيح مسلم" للنووي 11 : 40، ط : دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية 1392 هـ (نسخة الشاملة)، كتاب البيوع، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا : "وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب ولا يستعينون به في إقامة دينهم". انتهى

- وفي "شرح الزرقاني على مختصر خليل" 5 : 20، ط : دار الكتب العلمية –بيروت، باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه : "يمنع أن يباع للحربيين آلة الحرب من سلاح أو كراع أو سرج وجميع ما يتقوون به على الحرب". انتهى

- وفي "الهداية" مع "فتح القدير" 5 : 460، ط : دار الفكر، لبنان، الطبعة الأولى 1970 م، كتاب السير، باب الموادعة ومن يجوز أمانه : (ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ولا يجهز إليهم) لأن النبي – عليه الصلاة والسلام – نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم، ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين فيمنع من ذلك وكذا الكراع لما بينا، وكذلك الحديد لأنه أصل السلاح، وكذا بعد الموادعة؛ لأنها على شرف النقض أو الانقضاء فكانوا حربا علينا، وهذا هو القياس في الطعام والثوب، إلا أنا عرفناه بالنص «فإنه – عليه الصلاة والسلام – أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه". انتهى

  قال ابن الهمام تحت قوله (وهو القياس في الطعام) : "أي القياس فيه أن يمنع من حمله إلى دار الحرب <u>لأنه به يحصل التقوى على كل شيء والمقصود إضعافهم</u>". انتهى

- وفي "مجموع الفتاوى" لابن تيمية 29 : 275، ط : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف – المدينة المنورة – السعودية (نسخة الشاملة) : "فأما إن باعهم وباع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات. كالخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالا محرما فهذا لا يجوز. قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}". انتهى

৩। উপমহাদেশের উলামায়ে কেরামের বক্তব্য :

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. বলেন-

بائکاٹ یا نان کوآپریشن یہ شرعا افراد جہاد میں سے نہیں بلکہ مستقل تدابیر مقاومات کی ہیں جو فی نفسہ مباح ہیں۔

অর্থাৎ বয়কট ও অসহযোগ আন্দোলন এটা মৌলিকভাবে জিহাদ নয়; তবে তা শত্রুকে দুর্বল করার একটি কৌশল। যা মুবাহ তথা একটি বৈধ পন্থা। (হাকীমুল উম্মত কী সিয়াসী আফকার, পৃ. ৫৪)

হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী রাহ. বলেন-

اگر کسی مصلحت کے لئے ولایتی مال کو چھوڑ کر دیسی مال اختیار کرلیا جائے اور اعتقادا اسکو بھی جائز سمجھا جائے تو یہ بھی جائز ہے بلکہ مصلحت پر نظر کرکے اچھا ہے

যদি কোনো বৃহৎ স্বার্থের কারণে শত্রু-রাষ্ট্রের পণ্য ছেড়ে দেশি পণ্য ব্যবহার করা হয় তবে সেটা বৈধ; বরং বৃহৎ স্বার্থ বিবেচনায় এমনটি করা উত্তমও বটে। (ইমদাদুল আহকাম ৪/৩৩২)

মুফতী কেফায়াতুল্লাহ রাহ. বলেন-

کھدر پہننے کا حکم ملک و وطن کی بھلائی اور دشمن کو کمزور کرنے کی ایک تدبیر ہے۔

(ইংরেজদের কাপড় বয়কট করে) খদ্দরের কাপড় পরা দেশ ও জাতির কল্যাণ এবং শত্রুকে দুর্বল করার একটি কৌশল। (কিফায়াতুল মুফতী ৯/৩৮৭)

৪। অর্থনৈতিক বয়কটের প্রভাবঃ

অতীত-বর্তমানে সকল যুগেই 'অর্থ' যুদ্ধের অন্যতম চালিকা শক্তি। তাই বিপক্ষ শক্তিকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করতে ও চাপ প্রয়োগ করতে অর্থনৈতিক বয়কটের বড় প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাপকতার ফলে অর্থনৈতিক বয়কট একটি শক্তিশালী ও কার্যকরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে।

এই বয়কটের প্রভাব একদিকে যেমন জায়োনিস্ট ইসরাইল ও তার সহযোগীদের উপর রয়েছে, অন্যদিকে এর অনেক ভালো প্রভাব রয়েছে বয়কটকারী মুসলমানদের জন্যও। নিম্নে তা পেশ করা হল:

ক. জায়োনিস্ট ইসরাইল ও তার সহযোগীদের উপর বয়কটের প্রভাব :

-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত আরব রাষ্ট্রসমূহের বয়কটের ফলে ইসরাইল প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলার পরিমাণ ক্ষতির শিকার হয়।
-২০০২ সালে OIC ভুক্ত রাষ্ট্রগুলো এবং মিশরের বয়কটের ফলে আমেরিকা প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতির শিকার হয়। যা তাদের বৈশ্বিক আয়ের ১৫-২০% সমপরিমাণ। (দ্র. আল মুকাতাআতুল ইকতিসাদিয়্যাহ, পৃ. ৪৬, মাস্টার্স থিসিস, আবেদ ইবনে আব্দুল্লাহ আসসাদুন)
-২০১৩-২০১৪ সালে অর্থনৈতিক বয়কটের ফলে ইসরাইলের ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার। ফলশ্রুতিতে ইসরাইলের জিডিপির পরিমাণ ৩.৪% কমে গেছে।
-সম্প্রতি আল জাজিরার সংবাদে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং অর্থমন্ত্রীর কাছে ৩০০ ইসরায়েলি অর্থনীতিবিদদের একটি প্রতিনিধি দল বিশ্বময়ী অর্থনৈতিক বয়কটের ফলে পরিস্থিতির ভয়াবহতা নির্দেশ করে একটি খোলা চিঠিতে বলেছে: "ইসরায়েলের অর্থনীতি যে সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে তার মাত্রা আপনি বুঝতে পারছেন না।"
-সেখানে আরো বলা হয়েছে, বয়কটের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল দেশে দেশে ইসরাইলি পণ্যের বিকল্প তৈরি করা হচ্ছে। এসকল বিকল্প এবং দেশিয় পণ্যের ব্যবহার যত বেশি বাড়বে, বিশ্বব্যাপি ইহুদী পুঁজির আধিপত্য ততবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (https://www.aljazeera.net/ebusiness/2023/12/10)

খ. মুসলমানদের জন্য বয়কটের ভালো প্রভাব :

-এর মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের চিত্র ফুটে উঠে। "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সকলে মিলে আঁকড়ে ধর, বিচ্ছিন্ন হয়ো না" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১০৩), "নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর একে অপরের ভাই" (সূরা হুজরাত, আয়াত নং ১০) ইত্যাদি আয়াত সমূহের মর্ম প্রস্ফুটিত হয়।

-মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে সাহায্য ও সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ পায়। "তোমরা পরস্পর একে অপরকে নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর" (সূরা মায়েদা, আয়াত নং ২), "মুমিনগণ পরস্পর সহানুভূতি, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে একটি দেহের মতো। যার কোন একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে তা পুরো দেহের অসুস্থতা ও অনিদ্রার কারণ হয়" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০১১) ইত্যাদি আয়াত ও হাদীসের শিক্ষা ব্যাপক হয়।

-দেশিয় পণ্যের প্রোডাকশন এবং ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। যা দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে।

৫। প্রাসঙ্গিক কিছু ফতোয়া :

- **Islamiqa এর ফতোয়া :**

- جاء في موقع "الإسلام سؤال وجواب"، رقم السؤال : **20732** : "لا شك في مشروعية جهاد أعداء الله المحاربين من اليهود وغيرهم ، بالنفس والمال ، ويدخل في ذلك كل وسيلة تضعف اقتصادهم وتلحق الضرر بهم ، فإن المال هو عصب الحروب في القديم والحديث.

وينبغي على المسلمين عموما التعاون على البر والتقوى ومساعدة المسلمين في كل مكان بما يكفل لهم ظهورهم وتمكينهم في البلاد وإظهارهم شعائر الدين ، وعملهم بتعاليم الإسلام وتطبيقهم للأحكام الشرعية وإقامة الحدود ، وبما يكون سببا في نصرهم على القوم الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم ، وقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ) . رواه أبو داود **(2504)** صححه الألباني في صحيح أبي داود .

فعلى المسلمين بذل كل الإمكانيات التي يكون فيها تقوية للإسلام والمسلمين ، وإضعاف للكفار أعداء الدين المحاربين، فلا يستعملونهم كعمال بالأجرة كُتّاباً أو محاسبين أو مهندسين أو خُداما بأي نوع من الخدمة التي فيها إقرار لهم وتمكين لهم بحيث يجمعون أموال المسلمين ويحاربونهم بها ". انتهى (راجع : https://islamqa.info/ar/answers).

- **সুদানের উলামায়ে কেরামের ফতোয়া :**

- جاء في موقع "الساحة العمانية" "فتوى علماء السودان بوجوب مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية" :

فتوى علماء السودان بوجوب مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية
الحمد لله الذي حض عباده على قتال الكافرين بالنفس والمال، وبشرهم على ذلك بالنصر والسؤدد فقال: (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ)، وصلى الله على سيدنا محمد القائل: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها المسلمون .. لا يخفى عليكم ما تتعرض له أمتنا في هذه الأيام من تحالف الدولة الظالمة أمريكا مع العدو الصهيوني لغصب مقدساتنا وقتل أبنائنا في فلسطين وضرب الحصار على هذا الشعب المسلم وإعلان الحرب عليه ، على مرأى ومسمع من الشرعية الدولية المزعومة.

وعليه فالواجب على الشعوب المسلمة القيام بدورها تجاه قضيتها باستخدام كل الوسائل المتاحة وفي مقدمتها مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وذلك لما يلي:

أولاً : قوله تعالى﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ..﴾.

ثانياً : إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثال رضي الله عنه حين قال لقريش : (والله لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم).

ثالثاً : قال الله تعالى : (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) ومعلوم أن أمريكا بغت كثيراً وضربت حصاراً شديداً على دول إسلامية وشعوب مسلمة ، وما استدر عطفها صراخ الأطفال ولا أنين المرضى ولا عويل النساء ولا موت الآلاف.

رابعاً : إجماع العلماء على حرمة جلب المنفعة للكافر المحارب.

وعليه فيحرم على كل مسلم شراء البضائع الأمريكية والإسرائيلية من مشروبات غازية ونحوها من مطعومات وملبوسات وأجهزة وغيرها فمن فعل ذلك فقد نصر الكافرين ، وأعان على أذية إخوانه المسلمين وارتكب ذنبا كبيرا وأتى إثما عظيماً. انتهى

(راجع : الجامع لفتاوى المقاطعة – الشريعة الإسلامية – الساحة العمانية (om77.net).

- **ইন্দোনেশিয়ার উলামায়ে কেরামের ফতোয়া :**

- جاء في "فتاوى مجلس العلماء الإندونيسي"، رقم الفتوى : (83) في 2023 م، (ترجمته باللغة العربية ما يلي) :

قرارات :

1. دعم النضال من أجل الاستقلال الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي واجب.
2. توزيع الزكاة والأنفاق والصدقات لصالح نضال الشعب الفلسطيني.
3. في الأساس، يجب توزيع أموال الزكاة على المستحقين الذين يعيشون حول المزكي. لكن في حالة الطوارئ أو الحاجة الملحة، يجوز توزيع أموال الزكاة على المستحقين الذين هم في أماكن أبعد، مثل الكفاح الفلسطيني.
4. دعم العدوان الإسرائيلي على فلسطين أو الجهات الداعمة لإسرائيل، حرام. سواء كان الدعم بشكل مباشر أوغير مباشر.

توصية :

1. تشجيع المسلمين على دعم النضال الفلسطيني، مثل حركات جمع الأموال من أجل الإنسانية والنضال، والصلاة من أجل النصر، وأداء الصلوات الغيبية على الشهداء الفلسطينيين.
2. حث الحكومة على اتخاذ خطوات حازمة لمساعدة النضال الفلسطيني، مثل الدبلوماسية في الأمم المتحدة (UN) لوقف الحرب وفرض العقوبات على إسرائيل، وإرسال المساعدات الإنسانية، وتعزيز دول منظمة المؤتمر الإسلامي (OIC) للضغط على إسرائيل لوقف العدوان.
3. يُنصح المسلمون قدر الإمكان بتجنب المعاملات واستخدام المنتجات التابعة لإسرائيل وتلك التي تدعم الاستعمار والصهيونية. انتهى

(https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-dukungan-terhadap-perjuangan-palestina).

- **হাটহাজারী মাদরাসার ফতোয়া :**

- ইহুদিরা হলো কুরআনে বর্ণিত অভিশপ্ত জাতি এবং মুসলিমদের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ লালনকারি। যারা নিজেদেরকে নবী মুসা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসারী ও আল্লাহর আস্থাভাজন হিসেবে দাবি করলেও ইতিহাসে বার বার তাদের পরিচয় বিবৃত হয়েছে প্রতারক, হন্তারক ও চুক্তিভঙ্গকারি হিসেবে। তাদের অত্যাচারের হাত সবসময় প্রসারিত হয়েছে একত্ববাদের অনুসারীদের উপর, পূত-পবিত্র আম্বিয়াদের উপর।

তাদেরই উত্তরসূরী বর্তমানের ইসরায়েলের অধিবাসীরা। যারা কুটচালের আশ্রয় নিয়ে ও হিংস্র বৃটিশদের প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় পুণ্যভূমি ফিলিস্তিনে ১৯৪৮ সনে ইসরাইল নামক অবৈধ রাষ্ট্র গঠন করে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ফিলিস্তিনের নিরীহ মানুষদের উপর সামরিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন চালাচ্ছে। আর এই সামরিক আগ্রাসনের খরচের বিশাল একটা অংশ আসে বহির্বিশ্বে তাদের বিভিন্ন পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে। জেনে না জেনে যা আমরা ব্যবহার করে যাচ্ছি এবং তাদের অর্থনীতিকে সচল রাখছি। ফলস্বরূপ এই লভ্যাংশ দিয়ে তারা ফিলিস্তিনিদের উপর তাদের সামরিক আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে। অতএব প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব ও শরয়ী আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো, সাধ্যমতো নিজের স্থান থেকে তাদের পণ্য বয়কট করে বিকল্প পণ্য গ্রহণ করা ও ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। আল্লাহ সবাইকে নিজের সাধ্যানুযায়ী ফিলিস্তিনিদের সহযোগিতা করার তাওফিক দান করুক। (কপি সংরক্ষিত)

- এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলিম স্কলারগণ এককভাবে ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসরাইলি ও তাদের সমর্থনকারীদের পণ্য বর্জন ও অর্থনৈতিক বয়কটের ফতোয়া দিয়েছেন। এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফতোয়ার লিংক নিম্নে প্রদান করা হল :

  الجامع لفتاوى المقاطعة – الشريعة الإسلامية – الساحة العمانية (om77.net)

  المقاطعة الاقتصادية جهاد المستضعفين 3/2 | زكاة الوقت (wordpress.com)

উত্তর প্রদানে :
ফতোয়া বিভাগ
মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী
তারিখ : ০১/০১/২০২৪ ইং

الجواب صحيح
১৪৪৫/৬/১০

الجواب صحيح
১৪৪৫/৬/১৭
মুফতি
ফতোয়া বিভাগ
মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী

الجواب صحيح
১৪৪৫/৬/১৪
دار الإفتاء

মুফতি
ফতোয়া বিভাগ
জামিয়া ...

الجواب صحيح
১৪৪৫/৬/১৮
ফাতাওয়া বিভাগ
জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম
দিলুরোড মাদরাসা
৩/৫ দিলুরোড, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

الجواب صحيح
১৪৪৫/৬/১৭
মুফতি
ফতোয়া বিভাগ
মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী